বাণভট্টের
কাদম্বরী
কথামুখ

ডঃ শ্যামাপদ ভট্টাচার্য
রীডার ও সংস্কৃতবিভাগীয় প্রধান, বিবেকানন্দ-কলেজ,
ঠাকুরপুকুর, কলকাতা

সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১, বিধান সরণী
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

কাদম্বরী কাহিনীর উৎস

কাদম্বরী কথাকাব্য; তাই ঐতিহাসিক আখ্যান থাকার কোন প্রশ্ন ওঠে না। নাটকের কাহিনী যেমন রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ বা লোকপ্রচলিত প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত থেকে গ্রহণ করতে হয়, কবি তাঁর স্বেচ্ছামত কাহিনী রচনা করতে পারেন না; কথাকাব্যে এরূপ কোন নিয়ম নেই। তাহলে কি বাণ স্বকপোলকল্পিত কাহিনীজাল বিস্তার করেছেন তাঁর এই কাব্যে?

প্রচলিত অনুমান পৈশাচী ভাষায় লিখিত গুণাঢ্যের বৃহৎকথা থেকে কবি তাঁর মূল কাহিনী নির্বাচিত করেছেন। অসাধারণ জনপ্রিয় ছিল একদা গুণাঢ্যের বৃহৎকথা। বাণের বর্ণনাতেও আছে উজ্জয়িনীবাসীরা 'বৃহৎ কথা কুশল'। তিনি নিজে সম্ভবতঃ আদ্যোপান্ত পড়েছেন বইটি; মাঝে মাঝেই বৃহৎ কথার গল্প থেকে আহরণ করেছেন উপমা। পৈশাচী ভাষায় লেখা প্রকৃত বৃহৎকথা বহুকাল আগেই বিলুপ্ত। গুণাঢ্যের বৃহৎকথাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে একাদশ শতাব্দীতে ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথা মঞ্জরী ও সোমদেবের কথাসরিৎসাগর লিখিত। একাদশ শতকের কথাসরিৎ-সাগরে রাজা সুমনার কাহিনী নিয়ে সপ্তমশতকে বাণের কাদম্বরী রচনা অসম্ভব। নেপালে প্রাপ্ত বুদ্ধস্বামীর 'বৃহৎকথা শ্লোক সংগ্রহ'-এ রাজা সুমনার কাহিনী নেই, তবে অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির জন্য নিশ্চিত করে তা বলা যায় না। তবে একথা ঠিক, কথাসরিৎসাগরে রাজা সুমনার কাহিনীর সঙ্গে বাণ লিখিত কাদম্বরীর পূর্বভাগের কাহিনীর আশ্চর্য মিল আছে কিন্তু বাণপুত্র ভুষণভট্টের লেখা উত্তর ভাগের সঙ্গে বহু গরমিল। বাণ নিজে 'অতিদ্বয়ী কথা' রূপে কাদম্বরীকে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে টীকাকার ভানুদত্ত বলেছেন গুণাঢ্যের বৃহৎকথা এবং সুবন্ধুর বাসবদত্তাকে কাদম্বরী পরাস্ত করেছে। গুণাঢ্যের বৃহৎ কথার প্রভাব বাণেতে পড়লেও পড়তে পারে, তবে কাহিনী যেখান থেকেই বাণ সংগ্রহ করুন না কেন, আপন প্রতিভার বিমল চাতুরীতুরীতে যে ঘটনাজাল তিনি বয়ন করেছেন তা সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা
তুমি আমারই তুমি আমারই।"